কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

শাশ্বতী সরকারের কবিতা

যদি ডাকে

কত আগামীর দিকে মুখ করে আছে স্রোত সব
বিনামূল্যে কখনো যাব কি
যদি ডাকে বালিকুঁড়ি, রোদমাখা ফেনা
শিশুমুখ করে যদি লাভাস্রোত নিয়ে ফিরে আসো

এখানে দুলছে আর দুলছে না ছোটো ছোটো দুল ফুলের
কোথায় কৌশল আছে লুকিয়ে পড়েছে বিনা ভাবনায় যত মেঘ
সত্যি মেঘশূন্য নীল ভয়াবহ আজকের দিনের আকাশ

রমা গিয়েছিল ওইপাশে তোমরাও কেউ কেউ যাবে
নুনে লাগা কথাগুলো চেটেপুটে
হাতে করে তুলে ফেলা কথা
অনুগত মাথানিচু কথাগুলি

গান

একদিন সকল গাছেরই ছিল ডানা

ডানায় সুরদাস পাখির কাঁপুনি আর জ্বর-কমে-আসা

আজ পাখি গান গায়, রুধির অঞ্চলে

যেন সব কথা গেছে ভুলে

সে-ও কিনা একদিন কর্মব্যস্ত ছিল

সুদিনের নানা গন্ধে হয়েছিল সৎ

সকল পাখির গান কীরকম ভালো

যেন জনাদেশ রটে গেছে

একমাত্র টিকবার উপায়টি হল ভালো গান গাওয়া নয়তো তাড়িয়ে দেবেই, দেশ থেকে, গাছ থেকে

অন্নবস্ত্রবাসস্থান ঘুচে দেখা দেবে করুণ কাহিনী

যাযাবর জীবনের কালোকালো ঘাগরা

কালো পেটিকোট, দূর থেকে আরও দূরে উড়ে চলা কখনও ঈগল

১৯ অক্টোবর, ২০২৫

এই জগতের বিবিধ ভয়

অত্যাশ্চর্য ভয়কে আমি লালন করি

দেখা যায় না এমন চামড়ায় ঢাকা যা সব বাদামি কিংবা কালো

এই দুই গাত্রবর্ণের মাঝামাঝি পাজামায় ঢাকা

দুয়েকটা লাইন টানলে সূর্যাস্ত হয় পাহাড়ে

সমুদ্রের দিকে নদী ছুটে যাবে কিনা ভাবে

অত্যাশ্চর্য সব সুখকে লালন করি

যা আমারই হাতের পাতা, নীল চোরা সব শিরা কিংবা সবজেটে-শাদা

আরামদায়ক এক কাঠের চেয়ারে স্তুপ করে রাখা সব লজঝড়ে ভাবনা

বছর কুড়ির আগেকার যত সংবাদ

কোন ক্রিম মাখলে আপনি ফর্সা হবেন

হবেন নায়িকাদের সুগঠিত রোদচশমা পরা চোখ

টিকিটের কাগজ থেকে প্লাস্টিক অব্দি বিবর্তন

আপনার সহৃদয় তো লাগেই

ভয়কে পুষছেন কিনা বললেন কই

মাগুর নীলতিমি রুই বিবিধ সকল আলোচনা

আপনার আদা-লাল চা, আপনার ঝুঁকে পড়া বইয়ের উপর একেকটা টাটকা মুখ

একেবারে তরতাজা বাতাসে নুয়ে পড়ছে

মাটিতে, জানলার কাচে, কবেকার অল্প হাসি লেগে আছে রোদ পড়া গালে

শাশ্বতী সরকার-য়ের জন্ম **১৯৯২**। বাংলায় স্নাতক। মানকর কলেজ। কবিতা ও গদ্য লেখেন। 'খেয়া', 'বিদুর', 'অহিরা', 'কৌরব অনলাইন', 'তবুও প্রয়াস' সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও ওয়েব পোর্টালে তাঁর কবিতা এ-যাবত ছাপা হয়েছে। 'বিদুর' থেকে প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই 'যেন গান মনে থাকে'।